



আন্তৰ্জাতিক ভেসক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নৱেন্দ্ৰ মোদীৰ নিবেদন কলম্বোৰ আন্তৰ্জাতিক বন্দৰনায়ক স্মারক সম্মেলন কক্ষে বিশ্বভেসক দিবস উদযাপনের সূচনা পৰে ভাষণ দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নৱেন্দ্ৰমোদী

Posted On: 12 MAY 2017 5:06PM by PIB Kolkata

কলম্বোৰ আন্তৰ্জাতিক বন্দৰনায়ক স্মারক সম্মেলন কক্ষে বিশ্বভেসক দিবস উদযাপনের সূচনা পৰে ভাষণ দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নৱেন্দ্ৰমোদী।

অনুষ্ঠানস্থলে শ্রী মোদীকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান শ্রীলঙ্কার প্ৰেসিডেণ্ট মৈত্ৰিপালা সিরিসেনা এবং প্রধানমন্ত্রী ৰনিল বিক্ৰমসিংহে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে প্ৰথাগতভাবে আয়োজন করা হয় নৃত্য ও বাদ্যের এক বিশেষ পৰিবেশনা। সম্মেলন কক্ষের প্ৰবেশ ঘাৰে একটি দীপ প্ৰজ্জ্বলন করেন শ্রী নৱেন্দ্ৰ মোদী।

পাঁচটিস্তোত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানের। স্বাগত ভাষণ দেনশ্রীলঙ্কার বুদ্ধ শাসন ও ন্যায় দণ্ডৱের মন্ত্রী মিঃ বিজয়দাসা ৰাজপক্ষে। “শ্রীলঙ্কায় আপনি আমাদেৱই একজন” – এভাবেই তিনি সম্ভাষণ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে।

শ্রীলঙ্কার প্ৰেসিডেণ্ট মৈত্ৰিপালা সিরিসেনা তাঁর ভাষণে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নৱেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতি তাঁদের সকলের পক্ষেই এক সৌভাগ্যের বিষয়। ভারত ও শ্রীলঙ্কার সুপ্ৰাচীন মৈত্ৰী সম্পৰ্কের উল্লেখ কৰে তিনি বলেন যে ভেসক দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নৱেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতি বিশেষ তাৎপৰ্যময়। সমগ্ৰ বিশ্বই তা প্ৰত্যক্ষ কৰছে সমীহভৱে। শান্তি ও মৈত্ৰীৰ বাৰ্তা তিনি বহন কৰেএনেছেন ভারত থেকে।

শ্রী মোদী তাঁর ভাষণে ভেসক দিবসকে এক পবিত্ৰতম দিন বলে বর্ণনা করেন। এই দিনটিতেই মানবজাতি ভগবান বুদ্ধের জন্ম, দিব্যদৃষ্টি ও পৰিনিৰ্বাণকে সম্ৰদ্ধ প্ৰণাম জানায়। শ্রী মোদী বলেন, শাস্ত্ৰত সত্য ও ধৰ্মের কালোত্তীৰ্ণ প্ৰাসঙ্গিকতাই প্ৰতিফলিত হয় এইবিশেষ দিনটিতে যার মধ্য দিয়ে সুপৰিস্ফুট হয় ওঠে চাৰটি মহান সত্য।

শ্রী মোদী তাঁর ভাষণে বলেন যে সাম্যক-সমৃদ্ধ একটি দেশের ১২৫ কোটি নাগৰিকের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন তিনি বহন কৰে নিয়ে এসেছেন এই দেশটিতে।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত কৰা হল এখানে :

ৰাজকুমাৰ সিদ্ধাৰ্থ যেখানে হয়ে উঠেছিলেন বুদ্ধ, ভারতের সেই বুদ্ধগয়া হল বৌদ্ধ বিশ্বের এক পূণ্যভূমি।

বাবাণসীতে ভগবান বুদ্ধের প্ৰথম বাণী ‘ধৰ্মচক্ৰ’কে সচল ও গতিশীল কৰে তোলে।

আমাদের মূল জাতীয় প্ৰতীকটির সৃষ্টি হয়েছে বৌদ্ধ ধৰ্মের অনুপ্ৰেৰণায়।

আমাদের দৰ্শন, সংস্কৃতি এবং শাসন ব্যবস্থায় বৌদ্ধ ধৰ্মের নীতিগুলি স্থান পেয়েছে বিশেষভাবে।

বৌদ্ধধৰ্ম ও বৌদ্ধ চৰ্চাৰ ঐশ্বৰিক সৌৰভ ভারত থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী।

সম্ৰাট অশোকের সম্ভ্রান্ত মহেন্দ্ৰ ও সম্ভ্ৰামিত্ৰা ধৰ্মদূত ৰূপে পদাৰ্পণ কৰেছিলেন ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায়।

বৌদ্ধশিক্ষা ও আদৰ্শের সৰ্বাপেক্ষা গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰগুলির অন্যতম হয়ে ওঠার গৌৰব অৰ্জন কৰেছে শ্রীলঙ্কা।

বহুশতাব্দীর ব্যবধানে অস্মাৰিকা ধৰ্মপালা অনুসৰণ কৰে ছিলেন এই যাত্ৰাপথ। তবে, সেই সময় তাঁরা শ্রীলঙ্কা থেকে পদাৰ্পণ কৰে ছিলেন ভারত। তাঁদের লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধ ধৰ্মেরভিত্তিভূমিতে বৌদ্ধ চৰ্চাৰ পুনৰাবিস্কাৰ ও পুনৰুদ্ধাৰ। আৰ এইভাবেই তাঁরা আবার আমাদের ফিৰিয়ে নিয়ে গেছেন সেই মূল শিকড়।

বৌদ্ধ ঐতিহ্যের গুৰুত্বপূৰ্ণ নিদৰ্শনগুলি সংৰক্ষণের জন্য শ্রীলঙ্কার কাছে কৃতজ্ঞতার ঝুণেআবদ্ধ সমগ্ৰ বিশ্ববাসী।

বৌদ্ধধৰ্ম ও বৌদ্ধ চৰ্চাৰ মূল ঐতিহ্য এখনও রয়ে গেছে অক্ষত। ভেসক হল তারই এক উদযাপনের পূণ্য মুহূৰ্তে।

এটিহল এমনই এক ঐতিহ্য যা বহু শতাব্দী ধৰেই বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি আমাদের সমাজ ও প্ৰজন্মগুলিকে।

ভগবান বুদ্ধের সময়কাল থেকেই মৈত্ৰীৰ সম্পৰ্ক গড়ে উঠেছে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে।

আমাদের দু’দেশের সম্পৰ্কের বৰ্তমান দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্যের মূলে রয়েছে বৌদ্ধ ধৰ্ম ও বৌদ্ধচৰ্চাৰ ঐতিহ্য।

দুটি ঘনিষ্ঠ প্ৰতিবেশী দেশ হিসেবে ওতপ্ৰোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক।

বৌদ্ধধৰ্মের মিলিত মূল্যবোধ এবং আমাদের দু’দেশের মিলিত ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনাই শক্তি যুগিয়েছে আমাদের এই সম্পৰ্ককে। এই মৈত্ৰী সম্পৰ্ক হল এমনই একটি বিষয়, যা প্ৰোথিত রয়েছে দু’দেশের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে, যা সম্পূৰ্ণ হয়ে রয়েছে দু’দেশের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে।

বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এই দেশটির সঙ্গে আমাদের শ্ৰদ্ধা ও সম্পৰ্কের একটি প্ৰতীক হিসেবে এ বছৰআগষ্ট মাসে কলম্বো ও বাবাণসীৰ মধ্যে চালু হতে চলেছে সৰাসৰি বিমান পৰিবহণ। এৰ মধ্যদিয়ে শ্রীলঙ্কার ভাই-বোনেরা সহজেই পৌছতে পাৰবেন বুদ্ধের নিজেৰ দেশে। শ্ৰাবস্তী,কুশিনগৰ, সারনাথ ইত্যাদি স্থানও পৰিদৰ্শনের সুযোগ পাৰেন তাঁরা। আমাৰ তামিলভাই-বোনেরাও সুযোগ পাৰেন কাশী বিশ্বনাথের নিজভূমি বাবাণসী দৰ্শন কৰাৰ।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমাদের সম্পৰ্ককে নিবিড় কৰে তোলার এক বিশেষ সুযোগ ও মুহূৰ্ত যে এখন উপস্থিত একথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কৰি। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰে আমাদের সহযোগিতাৰ সম্পৰ্ককে আৰও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এ এক অনন্য সুযোগ।

আমাদের মৈত্ৰী সম্পৰ্কের সাফল্যের একটি দিকটিহ হল শ্রীলঙ্কার সফল অগ্ৰগতি।

এই দেশের ভাই-বোনের অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত কৰে তোলার কাজে সাহায্য কৰতে আমৰাপ্ৰতি শ্ৰুতিবদ্ধ।

আমাদের উন্নয়ন সহযোগিতাকে আৰও নিবিড় কৰে তুলতে অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিৰ ইতিবাচক পৰিবৰ্তনের লক্ষ্যে নিৰন্তৰ ভাবেই আমৰা বিনিয়োগ কৰে যাব।

আমাদের মূল শক্তি নিহিত রয়েছে পাৰস্পৰিক জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা এবং সমৃদ্ধি বিনিময়ৰ মধ্যে।

বাণিজ্যও বিনিয়োগের ক্ষেত্ৰে আমৰা ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছি পৰস্পরের বিশেষ অংশীদাৰ।

আমৰা বিশ্বাস কৰি যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্ৰযুক্তি এবং চিন্তাভাবনাকে যদি আমৰা সীমান্ত অতিক্ৰম কৰে একে অপরের দেশে পৌছতে দিতে পাৰি, তাতে লাভবান হব আমৰা দুটি দেশই।

ভারতের দ্ৰুত অগ্ৰগতি ও সমৃদ্ধি প্ৰভূত কল্যাণসাধন কৰবে সমগ্ৰ অঞ্চলেই এবং বিশেষভাবে শ্রীলঙ্কাৰ।

পরিকঠামোও যোগাযোগ, পরিবহণ ও জ্বালানি – প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা নিবিড় করে তুলব আমাদের সহযোগিতাকে।

কৃষি,শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, সংস্কৃতি, জল, আশ্রয়, ক্রীড়া এবং মানবসম্পদ সহ মানব প্রচেষ্টার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রসারিত আমাদের উন্নয়ন সহযোগিতা।

বর্তমানে,শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের উন্নয়ন সহযোগিতার মাত্রা উন্নীত হয়েছে ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে ।

আমাদের মূল লক্ষ্য হল এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে তোলার কাজেশ্রীলঙ্কা ও তার জনসাধারণকে সর্বতো ভাবে সাহায্য ও সমর্থন করে যাওয়া।

কারণ, শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ১২৫ কোটি ভারতবাসীর কল্যাণ।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে স্থল ও জলসীমা সর্বত্রই আমাদের দু’দেশের সমাজ ব্যবস্থার নিরাপত্তাএকে অপরের ওপর নির্ভরশীল এবং তাকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রেসিডেন্ট সিরিসেনা এবং প্রধানমন্ত্রী বিক্রম সিঙ্ঘের সঙ্গে আমার আলোচনা ও মত বিনিময়ের মধ্যদিয়ে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে আমাদের সাধারণ লক্ষ্যপূরণে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসারের সদিচ্ছা রয়েছে আমাদের দুটি দেশেরই।

সমাজ ব্যবস্থায় সম্প্রীতি ও অগ্রগতির বিষয়টি যখন আপনারা চিন্তা করবেন, তখনই এই জাতি গঠনের প্রচেষ্টায় আপনারা সঙ্গে পাবেন ভারতকে।

বহুশতক পূর্বের ভগবান বুদ্ধের বাণী আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

যেপথের সন্ধান দিয়ে গেছেন ভগবান বুদ্ধ, তার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে আমাদের সকলেরই জীবনে। তার সার্বজনীনতা ও সজীবতা সত্যিই বিশ্বময়কর।

বিভিন্ন জাতিকে যুক্ত করেছে ভগবান বুদ্ধের বাণীর এই প্রাসঙ্গিকতা।

ভগবানবুদ্ধের দেশ থেকে বৌদ্ধ চর্চার যে প্রসার ঘটেছে বিশ্বের সর্বত্র, তার জন্য গর্বিতদক্ষিণ, মধ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার সবক’টি জাতিই।

ভেসকদিবস উদযাপনের বিষয় হিসেবে যা আজ সর্বজন স্বীকৃত সেই সামাজিক ন্যায় ও নিরন্তরবিশ্ব শান্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয় ভগবান বুদ্ধেরই শিক্ষাদর্শ।

বিষয়গুলিকে আপাত দৃষ্টিতে পৃথক মনে হলেও তা কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেতরে ও বাইরে সংঘাত ও সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে সামাজিক ন্যায়ের গুরুত্বআজ আরও বেশি করে অনুভূত হয়।

সংঘাতের মূল কারণ হল ‘তানহা’ বা তৃষ্ণা যার আসল কারণ হল লোভ।

লোভবা লিপ্সা মানবজাতির ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে প্রকৃতিগত স্বাভাবিক অবস্থান থেকে তা আজ অনেকটাই সরে এসেছে।

আমাদের সকলেরই বাসনা যাবতীয় অভাব পূরণ করা। এর ফলে, মানুষের আয় ও উপার্জনের ক্ষেত্রে যেমনসৃষ্টি হয়েছে বৈষম্যের, অন্যদিকে তেমনই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নষ্ট হয়েছে সামাজিক সম্প্রীতি।

নিরন্তরবিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বর্তমানে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ কিন্তু জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ নয়, সংঘাত ও সংঘর্ষের মূল কারণ লুকিয়ে রয়েছে চিন্তাভাবনা ও মানসিকতার মধ্যে যার থেকে জন্ম নিয়েছে হিংসা ও ঘৃণা।

মানুষেরএই বিধ্বংসী আবেগের চরম প্রতিফলন ঘটেছে এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাষ্যের মধ্য দিয়ে।

দুঃখের বিষয়, এই অঞ্চলে ঘৃণা ও বিদ্বেষকে যারা ছড়িয়ে দিতে চায়, তারা কিন্তু কোনরকম আলোচনায় মিলিত হওয়ার বিরুদ্ধে। শুধুমাত্র ধ্বংস ও হত্যাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

বিশ্বব্যাপী হিংসা যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে একমাত্র বুদ্ধের শান্তির বাণীই তার যোগ্য প্রত্যুত্তর হয়ে উঠতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

নিষ্ক্রিয় শান্তির কোন বাণী নয়, বরং সক্রিয় শান্তি প্রচেষ্টার মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে আলোচনা, সম্প্রীতি ও ন্যায়ের পরিবেশ। ভগবান বুদ্ধের ভাষায় যা করুণা (সহমর্মিতা) ও প্রজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান)।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, “শান্তির থেকে বড় আশীর্বাদ আর কিছু হতে পারে না।”

আজকের এই ভেসক দিবসে আমি আশা করব যে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষাদর্শকে তুলে ধরতে এবং শান্তি,সম্প্রীতি, সহাবস্থান, অন্তর্ভুক্তি তথা সহমর্মিতার বাণীকে নীতি ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত করে তোলার লক্ষ্যে এক যোগে কাজ করে যাবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা।

আজকেরএই ভেসক দিবসে অঙ্ককার থেকে আলায়ে উত্তরণের লক্ষ্যে আসুন আমরা সকলে মিলে আজপ্রজ্জ্বলন করি জ্ঞানের এই প্রদীপটিকে। আসুন, আমরা সকলেই প্রবেশ করি আমাদের অগ্রলোকে এবং সবকিছুর উদ্দেশ্যে তুলে ধরি সেই স্বাশত সত্যকে।

আমাদের সকল প্রচেষ্টা ধাবিত হোক ভগবান বুদ্ধ প্রদর্শিত সেই আলোকময় পথ ধরে ।

ধর্ম পদের৩৮৭ শ্লোকটিতে বলা হয়েছে :

দিন আলকোজ্জ্বল হয় ওঠে সূর্যকিরণে,

রাত্রি আলোকিত হয় চন্দ্রালোকে,

যোদ্ধার ঔজ্জ্বল্য তাঁর সশস্ত্র বর্ণে,

ব্রাহ্মণের কাণ্ডি তাঁর ধ্যান ও তপস্যার মধ্যে,

কিন্তুযে আলোকপ্রাপ্ত তাঁর ঔজ্জ্বল্য দিন ও রাত সর্বদাই অস্মান।

পরিশেষে,এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ লাভের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রীশ্রী নরেন্দ্র মোদী। ঐদিনই বিকেলে কাণ্ডিতে শ্রী দালাদা মালি গাওয়া মন্দিরে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন বলে জানান তিনি। বুদ্ধ, ধর্ম ও সম্ম - এইতিনটি মূল্যবান সম্পদ আশীর্বাদধন্য করে তুলুক সমগ্র মানবজাতিকে এই প্রার্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী।

(Release ID: 1489879) Visitor Counter : 3

Background release reference

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মৈত্রিপাল্লা সিরিসেনা তাঁর ভাষণে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি তাঁদের সকলের পক্ষেই এক সৌভাগ্যের বিষয়



